১.৬ বৈদেশিক সাহায্য ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক চিত্র

বর্তমান সরকারের দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ২০২১ সালে মধ্য আয়ের দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়া। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকার উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সম্পদ সরবরাহের সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিনিয়োগ চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে বর্তমান আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বৈদেশিক সাহায্য অপিরহার্য। ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে বাজেটে মোট সরকারি বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা জিডিপি'র ৭.৩% নির্ধারণ করা হয়েছিল। জিডিপি'র ১.৬% নীট বৈদেশিক সাহায্য হতে সরকারের বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ সরকারের কার্যপ্রণালী বিধির আওতায় বৈদেশিক সাহায্য অনুসন্ধান ও সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

১.৬.১ ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সার্বিক কর্মকান্ডের অর্জনসমূহ নিম্নরূপঃ

১.৬.১.১ **বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহ (Foreign Aid Mobilization):** বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মোট ৫,৮৪৪.২১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে (কমিটমেন্ট)। এর মধ্যে অনুদান (grant) ও ঋণ (loan) এর পরিমাণ যথাক্রমে ৪৯৭.৮১৭ ও ৫৩৪৬.৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৩-১৪ অর্থ বছর বৈদেশিক সাহায্যের কমিটমেন্টের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল ৬,০০০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার বিপরীতে কমিটমেন্ট অর্জিত হয়েছে ৯৭.৪০%। আলোচ্য অর্থ বছরে যে সব উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট হতে উল্লেখযোগ্য বৈদেশিক সাহায্যের কমিটমেন্ট পাওয়া গেছে তার তথ্য অনুযায়ী বহুপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী বিশ্বব্যাংক হতে সর্বোচ্চ বৈদেশিক সাহায্যের কমিটমেন্ট পাওয়া গেছে যার পরিমাণ ২৭৪৩.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে জাপান হতে সর্বোচ্চ কমিটমেন্ট পাওয়া গেছে যার পরিমাণ ১২১৫.৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বৈদেশিক সাহায্যের মোট কমিটমেন্টের সিংহভাগ বহুপাক্ষিক (Multilateral) সংস্থা হতে পাওয়া গেছে। বহুপাক্ষিক (Multilateral) ও দ্বিপাক্ষিক (Bilateral) উৎস হতে কমিটমেন্ট হার লেখচিত্র-১ দেখা যেতে পারে।

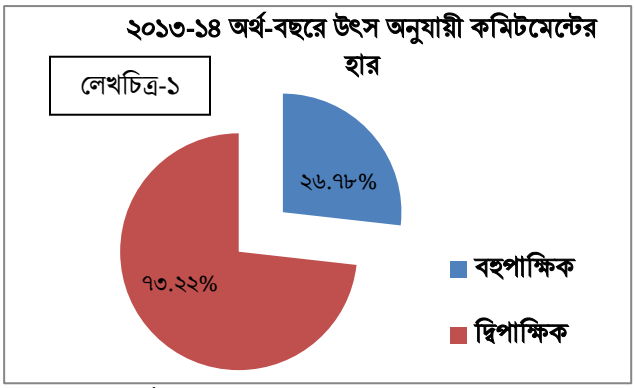

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের অর্জিত কমিটমেন্ট ৫,৮৪৪.২১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার স্বাধীনতা উত্তরকালে তৃতীয় সর্বোচ্চ। উল্লেখ্য যে, ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে স্বাধীনতা উত্তরকালে সবোর্চ্চ কমিটমেন্ট অর্জিত হয়েছিল যার পরিমাণ ছিল ৫৯৬৮.৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বৈদেশিক সাহায্যের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে মোট ৮৩ টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যার মধ্যে অনুদান চুক্তি ৫৪ টি এবং ঋণ চুক্তি ২৯ টি। চুক্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিশিষ্ট-১-এ দেখা যেতে পারে।

১.৬.১.২ **বৈদেশিক সাহায্য ছাড়করণ (Disbursement of Foreign Aid):** ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মোট বৈদেশিক সাহায্য ছাড়ের পরিমাণ ৩০৮৪.৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মোট ছাড়কৃত বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে অনুদান ৬৮০.৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ঋণ ২৪০৩.৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মোট ডিসবার্সমেন্টের মধ্যে ঋণ ও অনুদানের হার লেখচিত্র-২ এ দেখা যেতে পারে। আলোচ্য ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বৈদেশিক সাহায্যের ডিসবার্সমেন্টের লক্ষ্যমাত্রা (সংশোধিত) ছিল ২,৯৫০

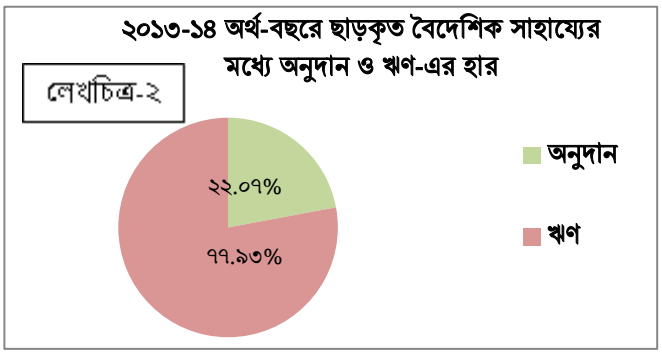

মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার বিপরীতে ১০৪.৫৬% ছাড় হয়েছে। গত ২০১২-১৩ অর্থ-বছরের ডিসর্বাসমেন্ট ২৮১১.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অপেক্ষা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৯.৭৩% বেশি বৈদেশিক সাহায্য ছাড় হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ছাড়কৃত বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে ১৭২২.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বহুপাক্ষিক এবং ১৩৬১.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দ্বিপাক্ষিক উৎস হতে পাওয়া গেছে। আলোচ্য ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বিশ্ব ব্যাংক সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক সাহায্য ছাড় করেছে যার পরিমাণ ৯৩৬.০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। দ্বিপাক্ষিক উৎসের মধ্যে চীন হতে সর্বোচ্চ ৪৭২.৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক সাহায্য ছাড় করেছে। উন্নয়ন সহযোগী অনুযায়ী ডিসবার্সমেন্টের বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-২ এ দেখানো হয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের ছাড়কৃত বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে খাদ্য সাহায্য, প্রকল্প সাহায্য ও বাজেট সাপোর্ট এর পরিমাণ যথাক্রমে ৩৭.৬, ২৮৮৬.৩ ও ১৬০.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিগত কয়েক বছরের ন্যায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরেও কোন পন্য সাহায্য ছাড় হয়নি। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরসহ বিগত কয়েকটি অর্থ বছরের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ডিসবার্সমেন্ট সম্পর্কিত তথ্য লেখচিত্র-৩ এ উপস্থাপন করা হলো। **২০১৩-১৪ অর্থ বছরে স্বাধীনতার পর হতে সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক সাহায্য ছাড় হয়েছে।**

লেখচিত্র-৩ **অনুযায়ী বৈদেশিক সাহায্যের ডিসবার্সমেন্ট**

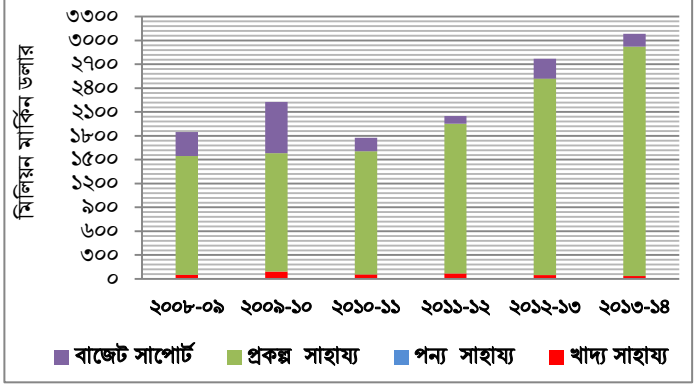

প্রাথমিক হিসাবে ২০১৩-২০১৪ অর্থ-বছরের শেষে ছাড়যোগ্য বৈদেশিক সাহায্য (foreign aid in the pipe line)-এর পরিমাণ দাড়িয়েছে প্রায় ১৮.১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে ২০১২-২০১৩ এবং ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরেই মোট ১১.৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক সাহায্যের কমিটমেন্ট পাইপ লাইনে যুক্ত হয়েছে যা আগামী ৪/৫ বছরের মধ্যে ছাড় হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে বৈদেশিক সাহায্যের ডিসবার্সমেন্ট সরাসরি প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত বিধায় প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মদক্ষতার উপর ডিসবার্সমেন্ট বহুলাংশে নির্ভরশীল।

১.৬.১.৩ **<u>বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (Annual Development Programme):</u>** বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) অর্থায়নে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতার প্রবণতা ক্রমহ্রাসমান হলেও এখনো উল্লেখযোগ্য অংশ বৈদেশিক সাহায্য হতে নির্বাহ করা হয়ে থাকে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ-বছরে এডিপি-এর আকার ছিল ৬৫৮৭০.৪৩ কোটি টাকা যার মধ্যে বৈদেশিক সাহায্যের মোট পরিমাণ ছিল ২৬,২৫৩.৭৪ কোটি টাকা যা মোট এডিপি আকারের ৩৯.৮৬%। এ বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দ ছিল ২৪,৫৬৩ কোটি টাকা । সংশোধিত এডিপি আকার ৬০,০০০ কোটি টাকার মধ্যে বৈদেশিক সাহায্যের অবদান ছিল ২৩,৬০০ কোটি টাকা যা সংশোধিত এডিপি আকারের ৩৯.৩৩%। এর মধ্যে প্রকল্প সাহায্য ছিল ২১,২০০ কোটি টাকা । বিগত ৫ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি-তে জিওবি ও বৈদেশিক সাহায্য হতে অর্থায়নের হারের তুলনামূলক চিত্র লেখচিত্র-৪ এ দেখানো হয়েছে।

সংশোধিত এডিপি-তে জিওবি ও বৈদেশিক সাহায্য হতে অর্থায়নের হার লেখচিত্র-৪

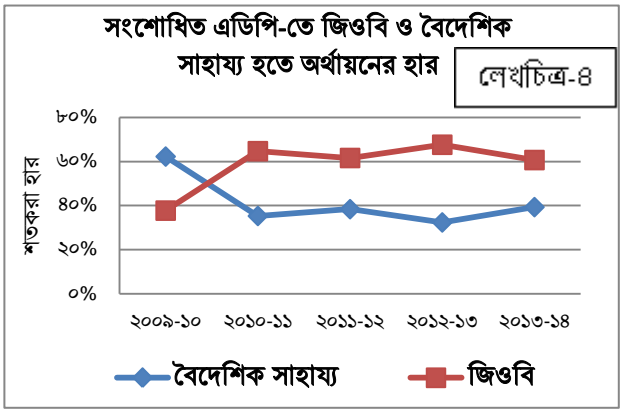

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দ ছিল ২৪,৫৬৩ কোটি টাকা (৩০৭০মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্প সাহায্যের চাহিদা হ্রাস পাওয়ায় এ অর্থ বছরে সংশোধিত এডিপি-তে প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দ ২১,২০০ কোটি টাকা (২,৬৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) নির্ধারণ করা হয়। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি-তে প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দ ছিল ১৮,৫০০ কোটি টাকা (২,০১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। অর্থাৎ ২০১২-২০১৩ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি-তে প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪.৫৯% । উল্লেখ্য যে স্বাধীনতার পর থেকে এ যাবৎ সকল অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি-তে প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দ এডিপি'র তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। বিগত পাঁচ অর্থবছরের এডিপি ও আরএপিডি-তে প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দ লেখচিত্র-৫ এ প্রদর্শিত হয়েছে।

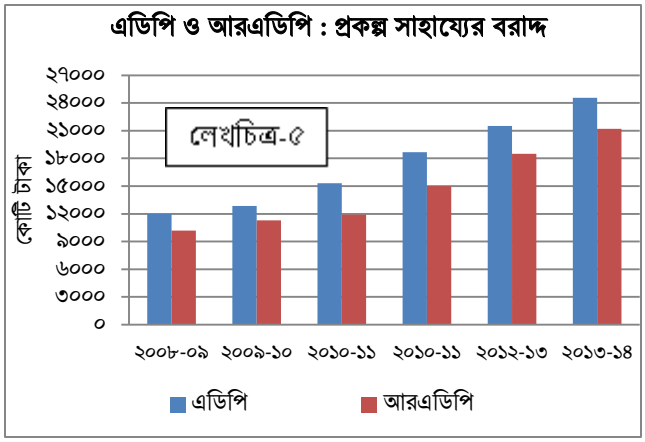

২০১৩-২০১৪ অর্থ-বছরের বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের মোট সংখ্যা ৩৮৩টি। যার মধ্যে কারিগরি সহায়তা (Technical Assistance) প্রকল্প ১৭৪ টি এবং বিনিয়োগ (Investment) প্রকল্প ২০৯ টি। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দকৃত প্রকল্প সাহায্যের মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্পে ১৯,৩৪৩.৮৬ কোটি টাকা এবং কারিগরি সহায়তা প্রকল্পে ১,৭৩৭.৯২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ১১৮.২৩ কোটি টাকা বিশেষ প্রয়োজনে বরাদ্দের জন্য থোক হিসাবে রাখা হয়েছিল। লেখচিত্র-৫ এ প্রকল্প সাহায্যের শ্রেণিভিত্তিক বরাদ্দের তুলনামূলক হার দেখা যেতে পারে। বিগত অর্থবছরসমূহের ন্যায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরেও ১৭ টি খাতে প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ দেয়া হয়। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে পাওয়ার সেক্টরে সবচেয়ে বেশি প্রকল্প সাহায্য বরাদ্দ করা হয়। লেখচিত্র-৬ এ সর্বাধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত ৫টি সেক্টরের তথ্য দেখা যেতে পারে। অন্যদিকে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক বরাদ্দ বিবেচনায় স্থানীয় সরকার বিভাগ সর্বাধিক ও বিদ্যুৎ বিভাগ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রাপ্ত। পরিশিষ্ট-৩ এ মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক বরাদ্দের তথ্য সংযুক্ত আছে।

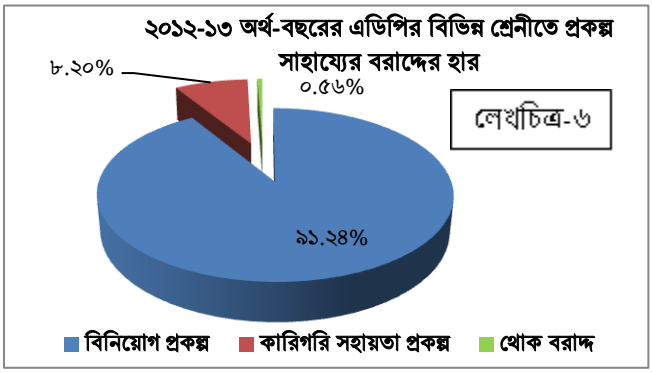

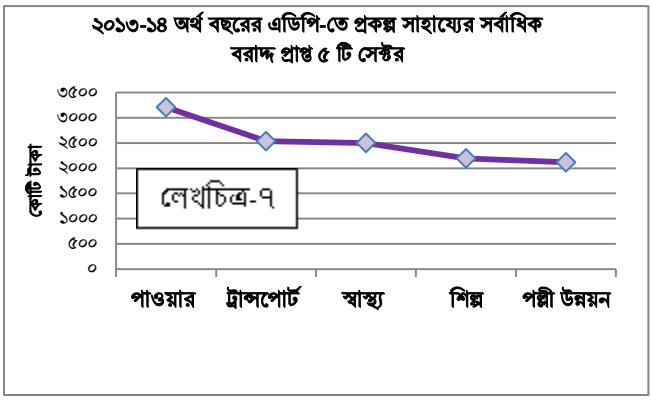

১.৬.১.৪ **প্রকল্প সাহায্যের ব্যবহার বৃদ্ধিতে গৃহীত উদ্যোগঃ** এডিপি-ভুক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত প্রকল্প সাহায্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে। বিগত কয়েক বছর থেকে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উইং প্রধান পর্যায়ে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে ত্রিপক্ষীয় পোর্টফলিও সভা করে থাকে। তাছাড়া সর্বাধিক বরাদ্দ প্রাপ্ত প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য সচিব পর্যায়ে দ্বিবার্ষিক এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী পর্যায়ে বার্ষিক সভা করে থাকে। বর্তমান অর্থবছরে এ সকল উদ্যোগের পাশাপাশি বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অগ্রগতি সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা চিহ্নিত ও তা দূরীকরণে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ

করা হচ্ছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত-এডিপি প্রণয়নকালে যে সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্প সাহায্যের চাহিদা এডিপি-তে বরাদ্দের তুলনায় ৪০% বা তার বেশি হ্রাস পেয়েছিল সে সকল প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে সংগ্রহপূর্বক বিশ্লেষণ করা হয়। বিশ্লেষণের প্রাপ্ত ফলাফল দৃষ্টে প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রধান প্রধান সমস্যাসমূহ হচ্ছেঃ

- প্রকল্পের ডিপিপি/টিপিপি অনুমোদনে বিলম্ব;
- পণ্য বা সেবা ক্রয়ের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ বা কন্ট্রাক্ট এ্যাওর্য়াডে বিলম্ব;
- জমি অধিগ্রহনে বিলম্ব;
- প্রকল্পের ডিজাইন সংশোধন বা প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমা বৃদ্ধি;
- উন্নয়ন সহযোগী কর্তৃক অনুমোদন প্রদানে বা অর্থ ছাড়ে বিলম্ব;
- উন্নয়ন সহযোগী কর্তৃক বিশেষজ্ঞ বা পরামর্শক নিয়োগে বিলম্ব।

জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও বড় প্রকল্পের বাস্তবায়ন গতিশীল করার লক্ষ্যে **Fast Track Project Monitoring Committee** গঠণ করা হয়। এ কমিটির সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প, রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প, রুপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, এমআরটি প্রকল্প, এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প, গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ ও মাতারবাড়ি আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রকল্পসমূহকে Fast Track প্রকল্প হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং প্রকল্পসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা নিরসনে প্রয়োজনী নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করে। এ কমিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণের সমস্যা এবং প্রকল্পের ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রোফর্মা (ডিপিপি)/ টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স প্রজেক্ট প্রোফর্মা (টিপিপি) অনুমোদন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা নিরসনের লক্ষ্যে কর্মপন্থা সুপারিশের জন্য দু'টি কমিটি গঠণ করে যার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়াও fast track প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা বজায় ও অনিয়ম বিরোধী পদক্ষেপ পরিবীক্ষণের জন্য কর্মপন্থা (modality) প্রণয়ণ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের এ সকল উদ্যোগ এডিপিভুক্ত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত প্রকল্প সাহায্যের ব্যবহারের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাস্তবায়ন,পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী লেখচিত্র -৭-তে প্রকল্প সাহায্য ব্যবহারের তথ্য প্রদর্শিত হয়েছে।

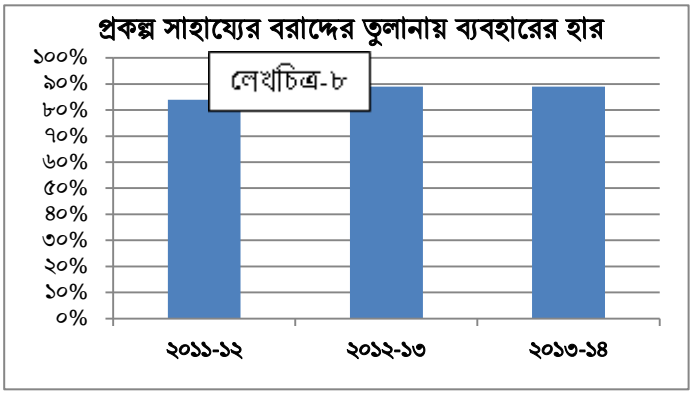

১.৬.১.৫ বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনা (External Debt Management)

ঋণের প্রকৃতি ও স্থিতিঃ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ সরকার কর্তৃক গৃহীত বৈদেশিক ঋণের ব্যবস্থাপনা করে থাকে। ঋণ ব্যবস্থাপনার এ কাজটি সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে করার জন্য এ বিভাগে ১৯৯২ সাল হতে আর্ন্তজাতিক মান সম্পন্ন সফটওয়ার "ডেট ম্যানেজমেন্ট ফাইনান্সিয়াল এনালাইসিস সিস্টেম" (ডিএমফাস) ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের সক্ষমতা বিশ্বমানে উন্নীত হয়েছে। সরকারি বৈদেশিক ঋণের সিংহভাগ মধ্য ও

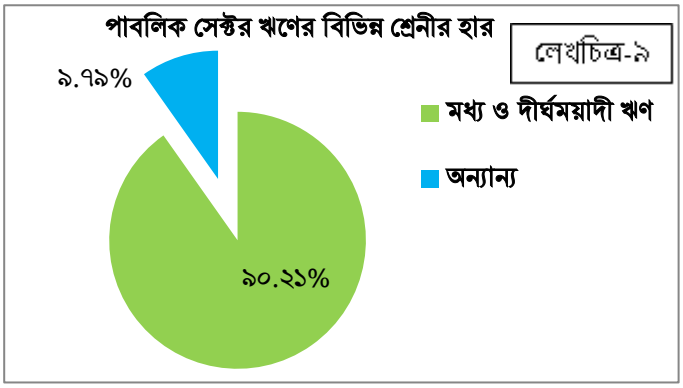

দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ (Medium and Long Term Debt)। সাধারণত মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ নমনীয় (concessional) প্রকৃতির। ডিএমফাসের ডাটা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের গৃহিত ঋণ পরিশোধের গড় মেয়াদ (average maturity period) ৩১.২ বছর, যার মধ্যে গড়ে ৮.৬ বছর grace period থাকে। ৩০/০৬/২০১৩ তারিখে পাবলিক সেক্টর বৈদেশিক ঋণের মোট স্থিতির পরিমাণ ২৭,০৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মোট বৈদেশিক ঋণের মধ্যে সরকারি বৈদেশিক ঋণের স্থিতির পরিমাণ ২৪,৩৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ পাবলিক সেক্টর বৈদেশিক ঋণের ৯০.২১ % সরকারি যা মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ (লেখচিত্র-৮)। পাবলিক সেক্টেরের অন্যান্য ঋণের মধ্যে ক্রুড ওয়েল, জাহাজ বা এয়ার ক্রাফট্ ক্রয় ও আইএমএফ ঋণ অন্তর্ভুক্ত আছে। মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের মধ্যে বহুপাক্ষিক উৎস হতে গৃহিত ঋণের স্থিতি ২০,৪৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং দ্বিপাক্ষিক উৎসের ঋণের স্থিতি ৩,৯৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। লেখচিত্র- ৯ তে বিগত কয়েক অর্থ বছরের সর্বশেষ দিনে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের স্থিতির তথ্য দেখানো হয়েছে।

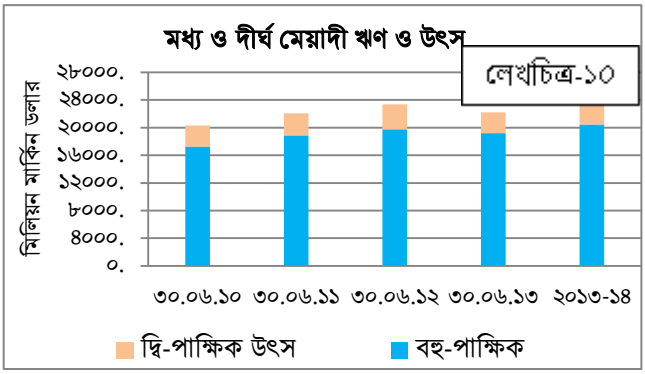

ঋণ পরিশোধ (Debt Servicing): অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ সরকার কর্তৃক গৃহীত বৈদেশিক ঋণের পরিশোধ কার্যক্রম পরিচালনা করে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ইআরডি বৈদেশিক ঋণের বিপরীতে সর্বমোট ১,২৯৪.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য ১০,০৫১ কোটি টাকা বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের পরিশোধ করেছে। যার মধ্যে আসল ১০৮৮.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য ৮৪৭৬.৭০ কোটি টাকা এবং সুদ ২০৫.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য ১৫৭৪.৩ কোটি টাকা । এ অর্থ বছরে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে আসল বাবদ ১০৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য ৮৩০০ কোটি টাকা ও সুদ বাবদ ২১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য ১৬৭০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ ছিল। অর্থাৎ এ অর্থ বছরে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ কার্যক্রমে বাজেট বরাদ্দ হতে ৮০.৯৭ কোটি টাকা বেশি ব্যয় হয়েছে। বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা প্রকৃত ব্যয় বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে আইডিবি একটি ঋণ বাতিল হওয়ায় ছাড়কৃত এবং তার উপর আরোপযোগ্য সার্ভিস চার্জ বাবদ ৩৫.৭০ কোটি টাকা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে পরিশোধ এবং এসডিআর মুদ্রার তুলনায় ইউএসডি মুদ্রার মূল্যমান হ্রাস হওয়া। বিগত তিনটি অর্থবছরের বৈদেশিক সাহায্যের ঋণ পরিশোধের বাজেট ও প্রকৃত ব্যয়ের তথ্য লেখচিত্র ১০-তে দেখানো হয়েছে। ইআরডি ব্যতীত অন্যান্য পাবলিক সেক্টর বৈদেশিক ঋণের মধ্যে বিমান ও ক্রুড ওয়েল ক্রয় বাবদ গৃহীত ঋণ ও আইএমএফ ঋণের বিপরীতে আসল বাবদ ১৬৫২.৭ ও সুদ বাবদ ৫৭.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিশোধ সংশ্লিষ্ট সংস্থা পরিশোধ করেছে। উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতার পর থেকে এ যাবৎ বাংলাদেশ যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হয়েছে। এমনকি ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কিস্তি পুনঃতফসিলকরণের জন্য বাংলাদেশের কখনো আবেদন করারও প্রয়োজন হয়নি।

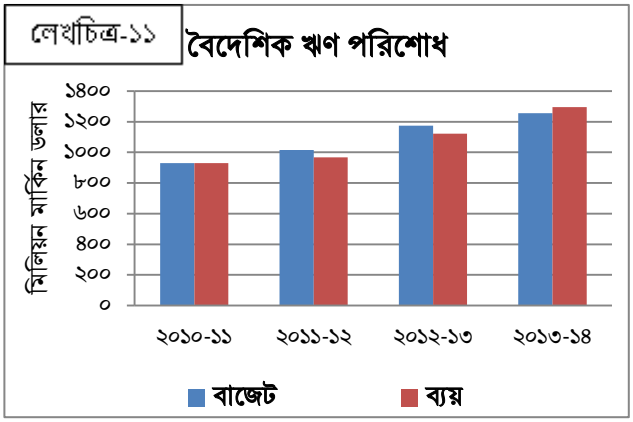

ঋণ ধারণক্ষমতা (Debt Sustainability): বৈদেশিক ঋণের ধারণক্ষমতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কতিপয় সূঁচক (indicator) আছে। এর মধ্যে অন্যতম ও অধিক প্রচলিত সূচকসমূহ হচ্ছে বৈদেশিক ঋণের স্থিতি এবং বৈদেশিক ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধের সঙ্গে দেশের জিডিপি, রপ্তানী আয়, রাজস্ব আয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ। এক্ষেত্রে বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য ঋণের ধারণক্ষমতার সূচকের ঝুঁকি সীমা নির্ধারণ করেছে। নিম্নে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের ধারণক্ষমতার সূচকের তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ

সূচক	বাংলাদেশের পাবলিক সেক্টর বৈদেশিক ঋণের সূচক		বিশ্ব ব্যাংক/ আইএমএফ কর্তৃক নির্ধারিত ঋণের ধারণক্ষমতার সূচকের ঝুঁকি সীমার সর্বোচ্চ হার
অর্থ বছর	২০১৩-২০১৪	২০১২-২০১৩	
বৈদেশিক ঋণের মোট স্থিতি -			
জিডিপি (ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)-এর তুলনায়	১৫.৫৬%	১৬.৬১%	৪০%
পণ্য ও সেবা রপ্তানী আয়ের তুলনায়	৫৭.৫৯%	৫৬.৩৭%	১৫০%
বৈদেশিক ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধ -			
পণ্য ও সেবা রপ্তানী আয়ের তুলনায়	৬.৪০%	৮.৫৮%	২০%
রাজস্ব আয়ের তুলনায়	১৬.৪৭%	২৩.৪৬%	৩০%

উপরের সূচক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের ধারণক্ষমতা সর্বোচ্চ ঝুঁকি সীমার অনেক নিচে। সার্বিক সূচকসমূহ বিশ্লেষণ হতে স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের ধারন ক্ষমতা সন্তোষজনক পর্যায়ে আছে। ঋণমান নির্ণয়কারী (credit rating) প্রতিষ্ঠান যথাঃ Moody's Investors Service (Moody's) Standard and Poor's (S&P) এবং Fitch Ratings-এর প্রকাশিত পর্যবেক্ষণেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের রিপোর্টে বাংলাদেশকে পর পর তিন বছর একই সর্বভৌম ঋণমান তালিকায় রেখেছে। এ রেটিং তালিকায় Moody's, S&P এবং Fitch বাংলাদেশকে যথাক্রমে Ba3, BB- ও BB- মান প্রদান করে বাংলাদেশের ঋণমান পরিস্থিতিকে স্থিতিশীল (stable) হিসাবে আখ্যায়িত করেছে।

অনমনীয় ঋণের ঝুঁকি হ্রাসে গৃহিত উদ্যোগঃ কঠিন শর্তের ঋণের ঝুঁকি প্রশমনের জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ কর্তৃক ৩১/০৫/১৯৮০ তারিখে হার্ড টার্ম লোন কমিটি গঠণ করে ছিল। উক্ত হার্ড টার্ম লোন কমিটির যে সকল ঋণের সুদের হার ৪% বা ততোধিক, ঋণ পরিশোধের মেয়াদ ৭ বছর বা তার কম অথবা down payment বাধ্যবাধকতা আছে এমন ঋণ প্রস্তাব পরীক্ষাপূর্বক অনুমোদন করত। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে অতিরিক্ত বিনিয়োগ চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। অপরদিকে বিশ্ব অর্থনীতির মন্দা, ইউরোপ কেন্দ্রিক ঋণ জটিলতা ও পরিবর্তনশীল ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নমনীয় ঋণের উৎস সংকুচিত হয়ে পড়েছে। আবার রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান সরকারের গ্যারান্টির বিপরীতে অনমনীয় ঋণ গ্রহণ করছে বিধায় বৈদেশিক ঋণের ঝুঁকি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে কেবল সুদের হার, maturity period ও down payment বাধ্যবাধকতার ভিত্তিতে ঋণের নমনীয়তা (concessionality) নির্ধারণের এ প্রক্রিয়া international best practice-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বর্তমানে ঋণের নমনীয়তা নির্ধারণে স্বীকৃত ও বহুল-ব্যবহৃত মানদন্ড হচ্ছে ঋণের grant element। এ বাস্তবতায় ইতোপূর্বের হার্ড টার্ম লোন কমিটি বাতিলপূর্বক 'অনমনীয় ঋণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি (Standing Committee on Non-Concessional Loan)' গঠন করা হয়। অনমনীয় ঋণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির কর্ম পরিধি অনুযায়ী যে সকল বৈদেশিক ঋণের grant element ২৫% এর কম, সে সকল বৈদেশিক ঋণ বর্ণিত কমিটিতে পরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হয়। তবে বাংলাদেশ ও আইএমএফ এর মধ্যে বলবৎ চুক্তি অনুযায়ী Extended Credit Facility (ECF)- এর বর্তমান প্রোগ্রামকালে বৈদেশিক ঋণের grant element ৩৫% এর কম হলেই উক্ত ঋণ অনমনীয় হিসাবে বিবেচনাযোগ্য হবে এবং তা অনুমোদনের জন্য উক্ত কমিটিতে উপস্থাপন করার বিধান করা হয়েছে। এ কমিটি ২০১৩-১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ০৬ টি সভা করেছে এবং মোট ০৯ টি ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন করছে।

১.৬.১.৬ এইড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (AIMS): এইড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা AIMS হ'ল একটি বৈদেশিক সহায়তা বিষয়ক ওয়েব পোর্টাল বা তথ্য বাতায়ন যার মাধ্যমে বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তা সম্পর্কিত যাবতীয়

তথ্য-উপাত্তসমূহ অন-লাইনে একটি নির্দিষ্ট ওয়েব এ রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা সম্ভব। বৈদেশিক সহায়তা কার্যক্রমকে গতিশীল ও সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে 'Strengthening Capacity for Aid Effectiveness in Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় AIMS' সফটওয়্যারটি তৈরি করা হয় যার মাধ্যমে উন্নয়ন সহযোগী দেশ বা সংস্থা সমূহ, বাংলাদেশ সরকার, উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা ও অন্যান্য সকল পক্ষ বৈদেশিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ও ছাড়কৃত অর্থ সম্পর্কিত তথ্য অবহিত হতে পারবে। ফলে বৈদেশিক সাহায্যের অর্থ ব্যবহারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা পর্যালোচনা করা সম্ভব হবে।

১.৬.১.৭ ফরেন এইড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (FAMS): ফরেন এইড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা FAMS একটি ওয়েব-বেইজড এপ্লিকেশন সফটওয়্যার যা ইআরডির স্ট্রেনদেনিং এক্সটারনাল এইড ম্যানেজমেন্ট কাপ্যাসিটি (এসইএএমসি)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় তৈরীর কাজ চলছে। প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/এজেন্সি সাথে অনলাইন যোগাযোগ ও তথ্য আদান প্রদান, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও বৈদেশিক সহায়তা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন এ সফ্টওয়্যরের মাধ্যমে করা সম্ভব হবে। জুন, ২০১৭ মধ্যে এ সফ্টওয়্যরটি চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

১.৬.১.৮ **ভবিষৎ পরিকল্পনাঃ**

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বৈদেশিক সাহায্যের কমিটমেন্ট ও ডিসবার্সমেন্ট লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের কমিটমেন্ট এবং ডিসবার্সমেন্ট-এর লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ৬,০০০ ও ৩,৩৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রাক্কলন করা হয়েছে।

২০১৪-২০১৫ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিঃ ২০১৪-২০১৫ অর্থ-বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে মোট ৩১৫ টি প্রকল্পে ২৪,৯০০ কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্যের বরাদ্দ প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থ-বছরে এডিপি ও এডিপি বহির্ভূত মোট বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির পরিমান ৩,৩৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমতুল্য ২৬,৪৮০ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে।